দৈনিক ইনকিলাব

JUL 27

তারিখ .... পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ট্রেনের চালক ও সহকারীকে অপহরণ ❑ রেল স্লিপারে অগ্নিসংযোগ ❑ ১২ ছাত্র গ্রেফতার

ময়মনসিংহে এ এম কলেজকে ভার্সিটি করার দাবীতে রেলপথ অবরোধ ঃ পুলিশের সাথে সংঘর্ষ আহত ১০

মোঃ শামসুল আলম খান ॥ স্থানীয় সরকারী আনন্দ মোহন কলেজের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাদের কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবীতে গতকাল ময়মনসিংহ-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে। এ সময় পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষে একজন পুলিশসহ ১০ জন আহত হয়। উত্তেজিত ছাত্ররা ঢাকাগামী একটি আন্তঃনগর ট্রেন থামিয়ে দিয়ে ট্রেনের চালক ও তার সহকারীকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার পর পুলিশ তাদের উদ্ধার করে।

এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট রেলপথে দু'ঘন্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশ সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১২ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল সকাল ১১টার দিকে আনন্দ মোহন কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের একটি মিছিল বের হয়। এ সময় উত্তেজিত ছাত্ররা ৫টি গাড়ী এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী ১৫টি দোকান ভাংচুর করে শহরের দিকে এগিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, দুপুর ১২টার দিকে ছাত্ররা ময়মনসিংহ-জামালপুর রেলপথে ব্যারিকেড দিতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এই ঘটনায় উভয় পক্ষে সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। উত্তেজিত ছাত্ররা এ সময় রেলপথের স্লিপারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে তারা ব্যারিকেডের মুখে ঢাকাগামী আন্তঃনগর ট্রেন একতাকে থামতে বাধ্য করে এই ট্রেনের চালক আব্দুস সালাম এবং তার সহকারী গিয়াস উদ্দীনকে অপহরণ করে

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ময়মনসিংহে সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজ ক্যাম্পাসে নিয়ে যায়। ঘটনার দু'ঘন্টা পর পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। এদিকে, রেল স্লিপারে ধরানো আগুন আয়ত্তে আনার পর বেলা ২টার দিকে ওই রুটে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়। পুলিশ সহিংসতায় জড়িত ১২ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার ব্যাপারে মামলা দায়ের হয়েছে।

পুরোনো কিছুসংখ্যক কলেজকে আপগ্রেডেড করার ব্যাপারে সরকারী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের দাবী পূরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে, যেসব কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু রয়েছে সেই কলেজগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবীতে সোচ্চার হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা।